RABINDRA BHARATI JOURNAL OF PHILOSOPHY

Vol-XVIII 2017

ISSN No. 09730087

Department of Philosophy
Rabindra Bharati University
56 A, Barrackpur Trunk Road, Kolkata - 700 050

CamScanner

2017

Vol. XVIII

Executive Editors

Sanjukta Basu

Kuntala Bhattacharya

Editorial Board

Sabyasachi Basu Ray Chowdhury (Vice-Chancellor, RBU)

Roma Chakraborty (Former Professor, Dept. of Philosophy, CU)

Rupa Bandyopadhyay (Professor, Department of Philosophy, JU)

Nirmalya Narayan Chakraborty

Sarbani Banerjee

Pritha Ghosh

Sonreng Koireng

Mausumi Das

Bijoy Sardar

Blind-double-refereed Journal

ISSN No. : 09730087

Published by the Registrar, Rabindra Bharati University
56 A, B. T. Road, Kolkata - 700 050 and Printed by
AKC Imagine Printing Press, Naihati, 24 Pgs (N)

CamScanner

Contents

1.	Revisiting Naturalized Epistemology : Quine Vs. Putnam	R. C. Pradhan	1
2.	A Study of Supervaluational Approach to the Problem of Empty Names in Ordinary Language	Bornali Paul	13
3.	The Voice Of Conscience - Kant & Freud	Urmi Ray	29
4.	Error Theory in the Light of Mackie's Moral Scepticism	Sayanti Mukhopadhyay (Talukdar)	45
5.	Affluence, Advertising and Morality	Pralayankar Bhattacharyya	65
6.	Upādhi in Vaiśeṣika Philosophy	Soma Chakraborty	83
7.	বিক্ষেপের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে ধর্মকীর্ত্তি বনাম ন্যায়মত	অনন্যা ব্যানার্জী	95
8.	আচার্য শান্তরক্ষিত রচিত তত্ত্বসংগ্রহ এবং আচার্য কমলশীল রচিত তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা অবলম্বনে সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত সৎকার্যবাদ খণ্ডন	জয়িতা বিশ্বাস	109
9.	অভাবের বস্তুত্ব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতের বিরোধ	সোমা ঠাকুর	121
10.	নৈতিক জগতে বিমূর্ত নীতির সীমাবদ্ধতা	সৌতি বসু	133
11.	গ্রন্থ সমীক্ষা	অমিতাভ দাশগুপ্ত	147
12.	Notes to Contributors		156
13.	লেখকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি		159

CamScanner

অভাবের বস্তুত্ব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতের বিরোধ

সোমা ঠাকুর

ভূমিকা ঃ

ভাবাতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার্য কিনা সেই বিষয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি একমত নন। ন্যায় বৈশেষিক ও ভাট্ট মীমাংসা দর্শন সম্প্রদায় ভাব পদার্থের মতোই জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থরূপে অভাব মানেন। অভাবের বস্তুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের অন্যতম প্রাভাকর মীমাংসা সম্প্রদায় অভাবের ভাবাতিরিক্তপদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে, 'ভূতলে ঘটাভাব'- এই জ্ঞানের অনুরূপ যে পদার্থ বাস্তব জগতে আছে তা স্বরূপতঃ ভূতলভিন্ন অন্য কিছু নয়,আর সেটি হলো ভাব পদার্থ। অন্যদিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়মতে, অভাব সম্বন্ধে কোন বিকল্পই বিচারসহ নয়। তাঁদের মতে অভাব কাল্পনিক বা অবস্তু। বর্তমান প্রবন্ধে অভাবের বস্তুত্ব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধমতের পার্থক্যের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

অভাব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক মত ঃ

অভাব পদার্থের ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত আলোচনার প্রারম্ভে বলা প্রয়োজন যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের সূচনায় যে ষোড়শ পদার্থের নির্দেশ করেছেন সেখানে অভাবের উল্লেখ নেই। কিন্তু ন্যায়সূত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন প্রকারের অভাবের উল্লেখ আছে, যেমন *"প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ"*(২।২।১২) - এই সূত্রে প্রাগভাবের কথা বলা হয়েছে, *"শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ"* (৩।১।১৪)- এই সূত্রে অত্যন্তাভাবের কথা বলা হয়েছে। কণাদসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রটি হলো *"কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব।"* এই সূত্রে স্পষ্টরূপে অভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া, নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রেও অভাব পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে, যথা - *"ক্রিয়াগুণদ্রব্যব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ"*। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অভাবের পদার্থান্তরত্ব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হয় যে, ন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত পদার্থের উদ্দেশ সূত্রে অভাবের উল্লেখ নেই কেন ? উত্তর এই যে, পদার্থ দ্বিবিধ - স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। ভাব পদার্থগুলি অন্য কোন পদার্থকে অপেক্ষা না করেই প্রতীয়মান হয় তাই তারা স্বতন্ত্র পদার্থ বলে গণ্য হয়। কিন্তু প্রতিযোগীর নিরূপণ ছাড়া অভাব পদার্থ নিরূপিত হতে পারে না। এজন্য প্রতিযোগীর নিরূপণাধীন হওয়ায় অভাবকে পরতন্ত্র বলা হয়। আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলী গ্রন্থে বলেছেন যে, *"অভাবস্তু স্বরূপবানপি পৃথক্‌নোদ্দিষ্টঃ, প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ।"* (কিরণাবলী- পৃষ্ঠা- ৩৮)[১]

অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার না করলে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় মতে, জগৎ যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তুর সমাবেশে গঠিত, সেই বস্তুগুলি জ্ঞাননিরপেক্ষভাবে সৎ। এই বিচিত্র বস্তুসম্ভারের প্রতিটি বস্তু যে অন্য বস্তু থেকে ভিন্ন তা অন্যোন্যাভাবের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যোন্যাভাবস্থলে 'ঘটটি পট নয়'

এই আকারের প্রতীতি হয়। লক্ষণীয়, ন্যায় - বৈশেষিক দর্শনে যে চতুর্বিংশতি গুণ স্বীকার করা হয়েছে তার অন্যতম হলো পৃথক্ত্ব। পৃথক্ত্বের দ্বারাও দুটি বস্তুর একটি যে অন্যটি থেকে ভিন্ন তা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাচীন কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় বলেন যে, 'এই বস্তুটি ঐ বস্তু থেকে পৃথক' এই প্রতীতি অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে। তাঁরা পৃথক্ত্ব মানতে চান নি। কিন্তু অধিকাংশ ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিক একথা বলার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে, দুটি পদার্থ যে পরস্পর পৃথক এই ব্যবহারের উপযোগী প্রতীতি পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদের নিয়মিত প্রয়োগ থেকে উৎপন্ন হবে। অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ সিদ্ধ নয়। অবশ্য এস্থলে উল্লেখ্য যে, নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতে, পৃথক্ত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত অবধিত্বের অপেক্ষা হবে এমন নয়। যেমন 'ঘটাৎ পটঃ পৃথক্' এই জাতীয় প্রতীতি পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা করে। কিন্তু 'ঘটাদিতরঃ পটঃ' বা 'ঘটাদন্যঃ পটঃ' এই স্থলগুলির ক্ষেত্রে অন্য, ভিন্ন এই জাতীয় অন্যোন্যাভাববোধক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং রঘুনাথের সিদ্ধান্ত হলো এই যে, উক্ত অন্য, ভিন্ন শব্দগুলির প্রয়োগস্থলে যেভাবে অন্যোন্যাভাববিশিষ্টের অনুভব হয়, সেরকম পৃথক্ত্বের স্থলেও 'পৃথক্' পদটি অন্যোন্যাভাববিশিষ্টতাকে প্রতিপন্ন করে। এজন্য রঘুনাথ বলেন যে, পৃথক্ত্বকে অন্যোন্যাভাব-বিশেষাতিরিক্ত গুণ বলা যায় না।[২]

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের কার্যকারণতত্ত্বকে অসৎকার্যবাদ বলা হয়। এই তত্ত্বানুযায়ী কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার আগে তার উপাদানকারণে থাকে না। কার্য হলো নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। কার্য উৎপন্ন হওয়ার আগে তার প্রাগভাব থাকে। কার্য ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী। প্রাগভাবকে কার্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্বীকার করায় ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত অসৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

ন্যায় - বৈশেষিক দার্শনিকগণ অভাবের সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্যাখ্যা করেন।[৪] প্রলয়ের পরে পরমেশ্বরের পুনরায় জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হলে সৃষ্টির পূর্বকালে পরমাণুগুলির মধ্যে স্পন্দন হয়। অতঃপর জীবাত্মাসমূহের সঞ্চিত অদৃষ্টরাশি ও পরমাণুসমূহের স্পন্দনের ফলে পরমেশ্বরের প্রযত্ন দ্বারা পরমাণুগুলির মধ্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ফলতঃ সজাতীয় পরমাণুগুলির অর্থাৎ দুটি পার্থিব, দুটি জলীয়, দুটি তৈজস ও দুটি বায়বীয় পরমাণুর সংযোগক্রমে অসংখ্য পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। এগুলি ভাবকার্য হওয়ায় এদের সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ থাকে। নিমিত্ত কারণগুলির মধ্যে প্রাগভাব হলো অন্যতম। আবার সংসারক্লান্ত জীবগণকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য পরমেশ্বরের যখন ব্রহ্মাণ্ডের সংহারের ইচ্ছা হয় তখন মহাপ্রলয়ের কারণীভূত অদৃষ্টের দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং দ্ব্যণুক পর্যন্ত সব মহাভূতের অদৃষ্টসমূহের বৃত্তি রুদ্ধ হলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও চতুর্বিধ মহাভূতের কার্যদ্রব্যের পরমাণুগুলির ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এর ফলে পরমাণুগুলির সংযোগের নাশ হয়, পরমাণুর বিভাগ হয় এবং দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়। এরপর দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুকের বিনাশ হয়। এই রীতিতে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ইত্যাদি কার্যদ্রব্যের বিনাশ হতে থাকে। প্রলয় দ্বিবিধ - খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়। খণ্ডপ্রলয়ে সব কার্যদ্রব্যের ধ্বংস হয় আর মহাপ্রলয়ে কোন ভাবকার্য থাকে না।

CamScanner